দৈনিক ইনকিলাব 111

তারিখ 0 4 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

বোরহানউদ্দীন

।। জাকির হোসেন মহিন ।।

নদীমাতৃক দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এ দেশের নদীবেষ্টিত একটি জেলা ভোলা। এ জেলার একটি অবহেলিত উপজেলার নাম বোরহান উদ্দীন। স্থানীয় জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বোরহান উদ্দীন দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে প্রায় সব দিক থেকেই পিছিয়ে আছে। কৃষি, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিকসহ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এ উপজেলার উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

১৯৮৩ সালের প্রথম দিকে বোরহান উদ্দীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে থানা থেকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়েছে। এ উপজেলায় লোক সংখ্যা প্রায় দু'লাখ। ধান, গম, সুপারী, মরিচ, তিল, তিষি, সরিষা এ উপজেলার উৎপাদিত প্রধান শষ্য।

কৃষি ব্যবস্থা

এ উপজেলার কৃষি ব্যবস্থা প্রাচীন আমলের স্বাক্ষ বহন করে। আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কিছু চাষাবাদ চালু করার চেষ্টা করা হলেও তা স্থায়ী হতে পারেনি। ফলে, এ উপজেলার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এ উপজেলায় অনাবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার একরের অধিক। কিন্তু ২০ হাজার একরেরও অধিক জমি প্রতি বছর অনাবাদী থাকে। প্রয়োজনীয় সেচের অভাবে প্রতি বছর খরায় এ এলাকার হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়। অনুন্নত সেচ ব্যবস্থার কারণে এ এলাকার কৃষকরা আউশ মওসুমে জমিতে বোরো ধান চাষ করতে পারে না। তা'ছাড়া পাট মওসুমে প্রয়োজনীয় বীজ লাগানোর পর পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। পামরী পোকার আক্রমণ থেকে পাটকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কীটনাশক ও স্প্রে মেশিন না পাওয়ায় পাট চাষীরা পাট চাষ বন্ধ করে দিয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

বোরহান উদ্দীনের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উপজেলার সার্বিক উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। এ উপজেলার সাথে জেলা ও অন্যান্য উপজেলার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো চলার অযোগ্য একটি সড়ক পথ। উপজেলার কাচা রাস্তাগুলোর অবস্থা অবর্ণনীয়। বর্ষায় কাঁদা, গ্রীষ্মে ধূলা, ভাঙ্গা এ রাস্তাগুলো মেরামত করা একান্ত জরুরী।

শিক্ষা

শিক্ষার দিক থেকে এ উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলের একটি মাত্র বেসরকারী কলেজ বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত এখানে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে, উচ্চ বিদ্যালয় ৮টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৭০টি। মাদ্রাসা (এবতেদায়ীসহ) ৪০টি। এ স্কুল ও মাদ্রাসা বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন। স্কুল ও মাদ্রাসায় নেই ছাত্র-ছাত্রীদের বসার পর্যাপ্ত জায়গা ও প্রয়োজনীয় কক্ষ। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, সর্বোপরি অর্থাভাবে স্কুলগুলো দিন দিন পড়াশুনার মান হারিয়ে ফেলছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে এ উপজেলা খুবই পিছিয়ে পড়েছে। এখানে আজও গড়ে ওঠেনি একটি ভালো সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা সাহিত্য-সাংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি হয় না বললেই চলে। বোরহান উদ্দীন পাবলিক লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরী থাকলেও তাতে বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ এক অভিযোগে জানান, এ লাইব্রেরীর উন্নতির উদ্দেশ্যে সরকারী পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান পাওয়া যায় না। এখানে অনুষ্ঠান করার মত কোন স্থান নেই।

এখানে চিত্তবিনোদনের তেমন কোন সুযোগ নেই, নেই পার্ক। একটি সিনেমা হল থাকলেও তা সবার আকাঙ্খা পুরণে অক্ষম।

হাট-বাজার

উপজেলার হাট-বাজারগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। বোরহান উদ্দীনে হাট-বাজারের সংখ্যা ২০টি। এ হাট-বাজারগুলোতে সপ্তাহে দু'দিন কিংবা একদিন হাট বসে। এ হাটগুলো থেকে প্রতিমাসে সরকার হাজার হাজার টাকা আয় করলেও ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি নজর দেয়া হয় না। বর্ষাকালে কাঁদা, গ্রীষ্মকালে তপ্তরোদ, অপরিস্কার পরিবেশে হাটুরেদের অসুবিধা পোহাতে হয়।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

উপজেলাবাসীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার কোন নিশ্চয়তা নেই। বোরহান উদ্দীন উপজেলার দু'লাখ লোকের জন্য মাত্র ১টি হাসপাতাল ও ৫টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। এ চিকিৎসালয়গুলো বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বোরহান উদ্দীন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিকে আধুনিক হাসপাতাল করা হলেও হাসপাতাল থেকে উপজেলাবাসী তেমন কোন উপকার পায় না। দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোর অবস্থা করুণ।